সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
জানুয়ারি ১৬, ২০১২, সোমবার : মাঘ ৩, ১৪১৮

শেষ বিচারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই সাফল্য নির্ধারণ করবে

ড. দে ব প্রি য় ভ ট্টা চা র্য

বর্তমান সরকারের তৃতীয় বছর শেষ। অর্থনৈতিক বিচারে তিনটি বছরের মধ্যে ২০১১ সালই ছিল সবচেয়ে নাজুকতম বছর। এ দুর্বলতা যতখানি না প্রবৃদ্ধির বিচারে অথবা উৎপাদনের বিভিন্ন খাতের নিরিখে, তার চেয়ে অনেক বেশি হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণগতমানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

বিগত তিন বছরে প্রবৃদ্ধির ধারা সামান্য হলেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছয় শতাংশের ওপরে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আকাঙ্ক্ষা ছিল এটা ক্রমান্বয়ে সাত ও আট শতাংশে পৌঁছানোর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ উলম্ফনটি এই অর্থবছরে ঘটল না। প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রয়োজনীয়তা হল দারিদ্র্য বিমোচনের হারকে আরও বেগবান করা। কারণ বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। ১৫ শতাংশ হতদরিদ্র। এক-পঞ্চমাংশই হতদরিদ্র জীবনযাপন করে। তবে প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেই যে দরিদ্র মানুষের আয় বাড়বে, তা নয়। কারণ কোন খাত থেকে প্রবৃদ্ধি আসে এবং তা গরিব মানুষের আয় বাড়ায় কিনা, সেটাই বড় কথা। বিগত তিন বছরে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল খাদ্য তথা কৃষি উৎপাদনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ। এটা একদিকে যেমন গ্রামের মানুষের হাতে অর্থ দিয়েছে, অপরদিকে খাদ্য লভ্যতাকেও বাড়িয়েছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ২০১১ সালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল মূল্যস্ফীতি। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি সব মানুষকেই চাপের মধ্যে রেখেছে। এ ছাড়াও পণ্যের ধারাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যেও লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। বাড়িভাড়া, পরিবহন ব্যয়, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের খরচ বৃদ্ধি সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। চিন্-ার বিষয় আরও যে, নতুন বছরে মূল্যস্ফীতির হার দ্রুত দুই সংখ্যা থেকে খুব বেশি নিচে নামবে বলে মনে হচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কোন ম্যাজিক বুলেট নেই। দরিদ্র মানুষের জন্য বিনা পয়সায় খাওয়ার ব্যবস্থা, খোলাবাজারে মজুদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সঠিক নীতি হলেও শুধু এ দিয়ে মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায় না। এ জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও লাভজনক উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি করা।

দুঃখের বিষয়, বিনিয়োগের হার বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগের হার লক্ষণীয়ভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি বিগত বছরে। উপরন্তু সরকারের ব্যাপক হারে ঋণ নেয়ার কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনেক সময়ই বেসরকারি উদ্যোক্তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিগত সময়ে দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় ছিল পুঁজিবাজারের মহাউত্থান ও মহাপতন। যারা নিতান্-ই বর্ধিত তারল্য সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করতে চান তারাও নিঃসন্দেহে জানেন যে, বাজারে যদি স্বচ্ছতা না থাকে, নীতিমালা বরখেলাপকারীদের যদি জবাবদিহিতা না থাকে, দেখভালকারী প্রতিষ্ঠানের যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে বাজার স্থিতিশীলও থাকে না, টেকসইও হয় না। উপরন্তু আবার বুদ্বুদের জন্ম দিয়ে খুচরা বিনিয়োগকারীদের আবারও অন্যায় লোকসানের ভাগীদার করতে পারে। পুঁজিবাজারকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গণ্ডির মধ্যে যথোপযুক্তভাবে লালন করা আগামী বছরের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

তৃতীয় যে বিষয়টি গত বছর গুরুত্ব পেয়েছে তা হল বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লভ্যতা। এ সময়ে সরকার প্রায় দুই ডজন ভাড়াটে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাড়তি দুই হাজার ২০৫ মেগাওয়াট যোগ করেছে। অবশ্য তার মধ্যে ৮০০ মেগাওয়াট তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে তিনটি। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে প্রায় ৬০০ মেগাওয়াটের মতো পিডিবির উৎপাদন-ক্ষমতা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক জ্বালানি খাতের যে সমস্যা তার সুরাহা হয়নি অর্থাৎ গ্যাস উৎপাদনও খুব বৃদ্ধি পায়নি এবং দেশজ কয়লার ব্যবহারও শুরু করা যায়নি। তৃতীয়ত, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সময়মতো তৈরির কাজ শুরু না করায় এখন উচ্চমূল্যের ভাড়াটে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ভর্তুকি দিতে গিয়ে সরকার এক আর্থিক বিশৃংখলার মধ্যে পড়ে গেছে। আগামী বছর বিদ্যুৎ তথা জ্বালানি খাতের এসব সমস্যার সমন্বয় সাধন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থ বিষয় যেটি গত পঞ্জিকা বছরে অনেক আলোচনার মধ্যে ছিল তা হল, আমাদের রাস্-াঘাটের তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা। পরিতাপের বিষয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের মেগা প্রকল্পের পরিকল্পনা ও উদ্যোগের কথা বলা হলেও কার্যত আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ করে আন্-ঃজেলা রাস্-াঘাট ও ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার জন্য চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণে চরম নাগরিক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে, একই সঙ্গে রাজধানীর সঙ্গে বাইরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও মাঝেমধ্যে ক্ষতিগ্রস্- হয়েছে। তবে যোগাযোগ খাতে দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে দাতা গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ এবং ভারতকে ট্রানজিট-সুবিধা দেয়া নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক। এ দুটো বিষয়ে সরকারের মনোভাব আগামী দিনে আরও পরিষ্কার করতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক সমাধান খোঁজায় মনোযোগ দিতে হবে।

পঞ্চমত, বৈদেশিক আয় বিশেষ করে রফতানি ও রেমিটেন্স আয় বিভিন্ন সময় এ বছর ওঠানামা করেছে। যেটি আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সব সময়ই আতংকে রেখেছে। এটার বড় কারণ হল, আমরা এ সময় প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে পারিনি। বৈদেশিক বিনিয়োগও বেশি আসেনি। উপরন্তু দুর্লভ মূল্যে বহু পরিমাণের জ্বালানি কেনার কারণে আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে অভাবনীয়ভাবে। ফলে আমরা দেখি আবার আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমতে শুরু করেছে এবং টাকার মূল্যমানও পড়ে গেছে। আগামী বছরও অর্থনীতিতে এসব চাপ থেকে যাবে বলেই আশংকা। তবে শুরুতেই যেটা বলেছিলাম, আমার দৃষ্টিতে মূল সমস্যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা।

অনেক সময়ই সময় থাকতে সতর্কবাণীকে আমলে নেয়া হয়নি। তাই যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ভেতরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এমনকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। আবার লক্ষ্য করেছি, একটি অর্থনৈতিক সমস্যার যৌক্তিক

সমাধান আমলে না নিয়ে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক এমনকি সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অকার্যকর সমাধান দেয়া হয়েছে।

২০১২ সালে সরকারের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হবে নীতি প্রণয়নের চেয়ে নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুনর্ভাবনা এবং লক্ষ্য থাকতে হবে নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন প্রশাসন যেন নিষ্ক্রিয় না হয়ে যায়। ২০১২ সাল সম্ভবত বর্তমান সরকারের রূপকল্পের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ্য বাস্-বায়নের শেষ সুযোগ। আশা করি, সরকার তা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবে।

বাংলাদেশের মতো দেশে অর্থনীতি চালানো সহজ কথা নয়। বিশেষ করে বিশ্বমন্দার প্রভাব ও অভ্যন্-রীণ কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অর্থনীতির সাফল্য শেষ পর্যায়ে নির্ভর করবে নীতি বাস্-বায়নের দক্ষতা ও জনসম্পৃক্ততার ওপর। শেষ বিচারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই সাফল্য নির্ধারণ করবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

This page has been printed from the web site of Jugantor (www.jugantor.com).
URL: http://jugantor.us/enews/issue/2012/01/16/news0938.htm

সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম
প্রকাশক সালমা ইসলাম কর্তৃক ১২/৭ উত্তর কমলাপুর, (ইডেন মসজিদ সংলগ্ন) ঢাকা ১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।
পিএবিএক্স ৭১৯৪৭০১-৫, ৭১৯৪০০৪-৫, রিপোর্টিং : ৭১৯৩৯৬৬, বিজ্ঞাপন : ৭১৯৩৩৮১, সার্কুলেশন : ৭১৯৩৯১৮। ফ্যাক্স : ৭১৯৩৯১৭, ৭১৯৩৯৪০, ৭১৯৩৯৭০, ৭১৯৪০০৯
Developed by i2Soft Solutions Ltd